যুগান্তর

তারিখ ... 7 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

একক খাত হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ

শিক্ষায় বরাদ্দ ২৫ হাজার ১১৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা খাতে এবার মোট ২৫ হাজার ১১৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। একক খাত হিসেবে এটা সর্বোচ্চ বরাদ্দের খাত। আর বিগত চার বছরের হিসাবে সামগ্রিক শিক্ষা খাতে এটাই সর্বোচ্চ বরাদ্দ। বিপরীত দিকে এ বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ৩ হাজার ৬ কোটি ৬২ লাখ টাকা বেশি দেখা যাচ্ছে, যদিও মোট বাজেট বরাদ্দের হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে সুদ পরিশোধের খাতটি। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত হিসাবে মোট চারটি মন্ত্রণালয়ে যেখানে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ১১ দশমিক ৩ ভাগ, সেখানে সুদ পরিশোধের বরাদ্দ দেখানো হয় ১২ দশমিক ৫ ভাগ অর্থ। অর্থাৎ বাজেটের ব্যয় সর্বোচ্চ সুদ পরিশোধেই ব্যয় হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়— এ দুটি মন্ত্রণালয় মিলে শিক্ষা খাতকে বিবেচনা করা হয়। তবে সরকার এর বাজেটে শিক্ষা খাত বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কেও একীভূত করেছে।

চলতি অর্থবছরে (২০১২-১৩) দুটি মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল গত বছরের (২০১১-১২) তুলনায় ১ হাজার ৫৯৪ কোটি ২২ লাখ টাকা বেশি। সেই বিবেচনায় আসন্ন অর্থবছরেও শিক্ষা খাতকে বেশিই গুরুত্ব দেয়া হলো।

বাজেট বিবরণীতে দেখা যায়, গত বছর এ খাতে সর্বমোট ২১ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তারা ২০ হাজার ৯৯৬ কোটি খরচ করতে পেরেছে। এর আগের অর্থবছরে বা ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ প্রস্তাব ছিল ১৮ হাজার ৭৩৬ কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতাকালে অর্থমন্ত্রী শিক্ষাকে বর্তমান সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, জাতির উন্নয়নে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

তিনি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ১ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩২৫টি মাদ্রাসা ও ৬০'র বেশি কলেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তা শিগগিরই শেষ করা হবে। ৩০৬টি মডেল বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ শেষ হয়েছে। ২০ হাজার ৫০০ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ ও একটি করে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের মধ্যে সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতে বিগত বছরে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, সরকার পিইডিপি-৩ (তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প) বাস্তবায়নের কাজ করছে। এর অধীনে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণসহ অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য টয়লেট স্থাপন এবং বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন কাজ হয়েছে। বলা হয়, ২৫০টি বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হবে, যার ৫৭টির কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় ও পিটিআইবিহীন জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপন এবং সুবিধাবঞ্চিত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত ও অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

সব মিলিয়ে বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ১১ হাজার ৯৩৫ কোটি ৩৭ লাখ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৩ হাজার ১৭৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। তবে মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার সঙ্গে বাজেট বইয়ের তথ্য গরমিল দেখা যায়। এই দুই মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দে ২৫ হাজার ৯৩ কোটি টাকা দেখা যাচ্ছে। বক্তৃতার সঙ্গে বাজেট বইয়ের বরাদ্দ প্রস্তাবের মধ্যে ২১ কোটি ৬০ লাখ টাকা পার্থক্য দেখা যায়।